তৃতীয় অংশ

গবেষণার ফলাফল এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগের উন্নয়নের প্রস্তাব ও সুপারিশ

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল ও মন্তব্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই গবেষণার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধানত বাংলা ও ইংরাজি ভাষার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলিকে চিহ্নিতকরণের পর গবেষক তথা উৎসাহি পাঠকদের নজরে আনা, সেগুলিকে সংরক্ষণের মাধ্যমে রক্ষা করা এবং নতুন গবেষণার জন্য সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমগ্র গবেষণাপত্রটি চারটি অংশে বিভক্ত। চারটি অংশে অধ্যায়গুলি রচনা করার ফলে গবেষণা সংক্রান্ত প্রশ্ন (Research Question) ও গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষগুলি (দেখুন ভুমিকা, পৃ. ২, ৭ - ৮) সফলভাবে মিলে গেছে। অধ্যায়গুলিকে বিশ্লেষণ করে গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলি নিম্নরূপ -

গবেষণাপত্রটির প্রথম অধ্যায়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তথ্য উৎসের অনুসন্ধান, সমীক্ষা, মূল্যায়ন করার ফলে বিষয়টি সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোথায় ও কি কি প্রকাশনা হয়েছে ও বর্তমানে হচ্ছে তা জানা যাচ্ছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিবরণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, এই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নতুন ও আধুনিক তথ্য ও গ্রন্থাগার পরিষেবাগুলি জানা সম্ভব হচ্ছে। গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অংশে চারটি অধ্যায়ে যে যে বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষাগুলি করা হয়েছে সেইগুলি হল –

১) বাংলা ভাষায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংজ্ঞা নির্ধারণ, বৈশিষ্ট ও প্রকৃতি বিশ্লেষণটিকে মৌলিক কাজ বলা চলে। এটি করার ফলে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটা পরিস্কার চিত্র উঠে এসেছে। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিকরণ প্রণালী, সংরক্ষণ ও উৎসকথা অর্থাৎ গ্রন্থপ্রেমীদের যে সকল ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দান ও ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহগুলি গড়ে উঠেছে তার সমীক্ষা। (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

২) চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থদাতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ফটো সহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে জীবনচরিত রচনার পাশাপাশি গ্রন্থপ্রেমীদের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহের আর্ট, এর শৈল্পিক দিক, সংগ্রহের বৈচিত্র্য ও সংগ্রহের নেশা, পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সংগ্রহগুলিতে কোন বিষয়ের কত কত গ্রন্থ আছে তা জানা সম্ভব হচ্ছে।

৩) গ্রন্থদাতাদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে তাঁরা, কোন বিভিন্ন বিষয়ে কতগুলি করে গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিল। এ থেকে তাঁদের গ্রন্থ সংগ্রহের বৈচিত্র্য, গ্রন্থপ্রেমীদের বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থগুলি পড়বার ও জানবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা ধরা পড়েছে। (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

৪) পঞ্চম অধ্যায়ে লেখচিত্র ও সারণির মাধ্যমে গ্রন্থসূচির গ্রন্থমিতিমূলক বা বিবলিওমেট্রিক সমীক্ষা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার মূল ১১ টি ও ইংরাজি ভাষার ১৩ টি বিষয় শীর্ষকে (Broad Subject Heading) কতগুলি গ্রন্থ পাওয়া গেছে তা খুঁজে বার করা হয়েছে।

৫) ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলা ভাষার ৪০ টি উপবিষয়ে কতগুলি করে গ্রন্থ পাওয়া গেছে তার একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে ইংরাজি ভাষার গ্রন্থেরও ১৩ টি মূল বিষয় শীর্ষকের অধীনে (Broad Subject) ৩১৫ টি নির্দিষ্ট উপবিষয়ে (Specific Subject) গ্রন্থসংখ্যার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বিচারপূর্বক সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফলাগুলি (Findings) আরও সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ভাবে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল -

১) এই গবেষণা কাজটি করার ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বর্তমানে আর কি কি চর্চা ও গবেষণা হচ্ছে, বা হয়েছে তা জানা সম্ভব হচ্ছে (দেখুন প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৫ - ৩০)। অধ্যায়টিতে বাংলা ও ইংরাজি ভাষার ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রন্থের ওপর আলোচনা, প্রবন্ধ, গ্রন্থপঞ্জি, আকরগ্রন্থ, ব্যক্তিগত, পারিবারিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থসংগ্রহ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিকরণ, গ্রন্থপঞ্জি তৈরি ও সংরক্ষণ, মুদ্রণ-প্রকাশন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অলংকরণ নিয়ে পঁয়তাল্লিশটির (৪৫) বেশি গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২) এই গবেষণার ফলে ২০০৩ – ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, সেমিনার, কর্মশালা সংগঠিত হয়েছে তার স্থান ও তারিখ জানা সম্ভব হয়েছে। (দেখুন প্রথম অধ্যায়, পৃ. ২৮ ও পরিশিষ্ঠ অংশ)

৩) এই গবেষণার ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার প্রাচীন ইতিহাস, কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দান হিসাবে পাওয়া গ্রন্থ সংগ্রহের নাম ও দান করা গ্রন্থসংখ্যা জানা সম্ভব হয়েছে। অনালোচিত, বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যাওয়া গ্রন্থাগারের শুরুর দিকের ইতিহাস জানতে সাহায্য করবে এই গবেষণা। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আলাদা করে রাখা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থসংগ্রহগুলি জানা সম্ভব হয়েছে। (দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৩১ - ৫৪)

৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ক্যাম্পাসের তিনটি ফ্যাকাল্টির অধীনে ৩৬ টি বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত কত সংখ্যক গ্রন্থ রয়েছে তা জানা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ৩৪ টি স্কুল, সেন্টার ইত্যাদি ইন্টারডিসিপ্লিনারি বিভাগের গ্রন্থাগারগুলিতে কত কত গ্রন্থ ক্রয় করা হয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। (দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৪৮ - ৫১)

৫) মাতৃভাষায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার ফলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চা ও পঠনপাঠন করার সুযোগ ও অবকাশ তৈরি করা গেছে। এছাড়া বিষয়টি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করা গেছে। (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৫৫ - ৮০)

৬) একটি মডেল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগ তৈরি ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ডিজিটাল আর্কাইভ/ওয়েবসাইট তৈরি বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭২ – ৭৪)

৭) বাংলা ও ইংরাজি ভাষার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিকরণ করার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিকরণ সমস্যাগুলি জানা সম্ভব হয়েছে ও সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। এর ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে পড়ে থাকা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাশির সূচিকরণ করা সম্ভব হবে। এই গ্রন্থসূচিটি তাদের কাছে একটি মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৬৫ - ৬৯ ও সূচি অংশ)

৮) এই গবেষণার ফলে বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের প্রাচীন আখ্যাপত্র, পুষ্পিকা, কোলফোন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া গেছে। ফলে আধুনিক মুদ্রণের আখ্যাপত্রের সঙ্গে প্রাচীন আখ্যাপত্রের তুলনামূলক চর্চা, আলোচনার উপাদানগুলি সহজেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

৯) একই ভাবে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণের (Preservation & Conservation) বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৬৯ - ৭১)

১০) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের বিভিন্ন প্রদর্শনী ও সংরক্ষণের ট্রেনিং ও কর্মশালার চিত্র তথা জাতীয় ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা, তা তুলে ধরা হয়েছে। (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭১)

১১) পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থদাতাদের তালিকা তুলে ধরার মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিষয়ে একটি সচেতনতা (Awareness Generation) গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাতে করে ঐ সকল গ্রন্থাগারে পড়ে থাকা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির ডিজিটাল সংরক্ষণ, ডাটাবেস তৈরি, আর্কাইভ তৈরি ও ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবা দেবার কাজ সহজ হয়। (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭৭ - ৭৮)

১২) চতুর্থ অধ্যায়ে ২৫ জন ব্যক্তি ও গ্রন্থদাতাদের জীবনচরিত রচনা করার ফলে অনেক অজানা ও নতুন তথ্য উঠে আসছে। এই অধ্যায়টি ভবিষ্যতে জীবনীগ্রন্থ সংকলনে বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে করি।

১৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থ দান করেছেন ১৯ জন গ্রন্থপ্রেমী ও ৩ টি প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থদাতাদের নাম ও ১৬ জন ব্যক্তির ফটোগ্রাফ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়া তাঁরা বা তাঁদের পরিবারবর্গ বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি ইত্যাদি ভাষার কতগুলি গ্রন্থ দান করেছেন তা জানা সম্ভব হচ্ছে। (দেখুন চতুর্থ অধ্যায় ; পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৪০)

১৪) ঊনবিংশ শতাব্দীর দশটি দশকে (১৮০০ - ১৮৯৯ খ্রি.) বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ সংখ্যা জানা সম্ভব হয়েছে। (দেখুন পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৪১)

১৫) ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রন্থের বিষয় অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ সংখ্যা জানা সম্ভব হয়েছে। (দেখুন পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৪১- ১৪২)

১৬) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গ্রন্থের প্রকাশক, মুদ্রকের নাম ও প্রকাশস্থান জানা সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ কোন কোন প্রকাশক বা মুদ্রক কি কি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল ত জানা সম্ভব হয়েছে। (দেখুন পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৪৩)

১৭) ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত পাওয়া মোট ১৯ জন ব্যবহারকারীর নাম, গ্রন্থ ব্যবহারের তারিখ, তাঁরা কোন কোন বিষয়ের উপর অধ্যয়ন, চর্চা ও গবেষণা করেছেন তা জানা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া এই বিভাগের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি ব্যবহার করে যে সমস্ত গ্রন্থ, পত্রিকা, গবেষণাপত্র ও এম. ফিল. থিসিস রচিত হয়েছে তারও তথ্য জানা গিয়েছে। (দেখুন পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৪৬ - ১৪৭)

১৮) এই গবেষণাটি আরও অনেক নতুন নতুন গবেষণার জন্ম দেবে। আশা করা যায়, উৎসাহী গবেষকগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচিটি ব্যবহার করে বিভিন্ন গবেষণার বিষয় ও উপাদান খুঁজে পাবেন। গবেষণার সম্ভাব্য দিকগুলি তবর্ণনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এছাড়াও এই গবেষণাপত্রটি প্রতিলিপি করে রেফারেন্স ও প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগে রেখে দিলে পুস্তকাকৃতি সূচির সুবিধা পাওয়া যাবে। গবেষকদের কাছে এটা হ্যান্ডবুক ও সহায়কপঞ্জির কাজ করবে। (দেখুন ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৪৯ – ১৬০ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসূচি অংশ)

১৯) গবেষণা কাজটি করার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন লেখক কোন কোন বিষয়ে কি কি গ্রন্থ লিখেছেন তা সহজেই জানা সম্ভব হচ্ছে। (দেখুন সূচি অংশ ও নির্ঘন্ট)

২০) গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। ফলে, একনজরে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিষয়ে বিষয় বিশেষজ্ঞের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। (দেখুন পরিশিষ্ঠ অংশ)

২১) এই গবেষণার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ও তার আগের যুগের ধর্ম, সমাজচিত্র, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, নাটক, মুদ্রণ, ভৌগলিক বিন্যাস সর্বোপরি এই শতাব্দীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সভ্যতা ও ইতিহাসের ধারা উঠে এসেছে। জানা যাচ্ছে অবিভক্ত বাংলা ও বাঙালীর গ্রন্থ সংস্কৃতির ধারা। (দেখুন চতুর্থ অধ্যায় ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসূচি অংশ)

২২) নবজাগরণের পথিকৃত মনীষী যথা রামমোহন, ডিরোজিও বিদ্যাসাগর প্রমুখরা ছাড়াও বহু যুগপুরুষ যারা বই ভালবাসতেন, যাঁরা ইংরাজি সাহিত্যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যাঁরা গ্রন্থগুলি দান করেছেন তাদের জীবনের অন্য একটা সাংস্কৃতিক দিক জানা যাচ্ছে।

২৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি গবেষকদের নজরে আনার মাধ্যমে একটি সার্বিক সচেতনতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। দীর্ঘকালীন ঐ বিভাগে কাজ করার সুবাদে ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকদের উৎসাহে সংগ্রহগুলিকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে এই সন্দর্ভে গ্রন্থসংখ্যা, বিষয়, ভাষা, সময়কাল প্রায় কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। এই গবেষণাপত্রটি ভবিষ্যতে মুদ্রিত হলে আরও বেশি ব্যবহৃত হবে।

২৪) গবেষণা কাজটি করার ফলে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আরকাইভ ও গ্রন্থাগার ডেটাবেস তৈরির কাজ সহজ হবে এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিটির সাহায্যে মেটাডেটা তৈরি ও ফুল টেক্সট ডিজিটাইজেশন এর কাজে বিশেষ উপযোগী হবে বলে মনে করি।

২৫) এই কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচি প্রস্তুত করলে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটি মুদ্রিত যৌথসূচি (Union Catalogue) ও কেন্দ্রীয় ডাটাবেস (Central Database) তৈরী করা সম্ভব হবে।

এই গবেষণার ফলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানগত উপাত্ত ও অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে। যথা -

১) ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে যেখানে গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৪৫০২ টি, পত্র পত্রিকার সংখ্যা ৫১৭০ টি সেখানে ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংখ্যা - ৬০৫৩৭৯ টি, পত্র পত্রিকা - ৮০০০০ টি, থিসিস – ৮০০০ টি, ডিসারটেশন – ৭০০০ টি, অগ্রন্থ – ৩৭০০০ টি। (দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৩২ - ৩৩)

২) ১৯০৬ থেকে ১৯৫৬ খ্রি. পর্যন্ত বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গ্রন্থদাতার সংখ্যা ব্যক্তিগত ৪৩ জন, প্রাতিষ্ঠানিক ১৮ টি। ১৯৫৬ থেকে ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদাতার সংখ্যা হল – ব্যক্তিগত দাতা ৯৬ জন ও প্রাতিষ্ঠানিক - ২৩ টি। (দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৩৬ - ৪৫)

৩) ১৯৫৬ থেকে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে প্রকাশনার সংখ্যা ১০ টির অধিক। (দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৪৬ - ৪৭)

৪) ২০০২ থেকে ২০১২ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সেমিনার, বক্তৃতা ও পুস্তক প্রদর্শনীর সংখ্যা ১৬ টির অধিক। (দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৪৭ – ৪৮)

৫) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থদাতার সংখ্যা ২৯ টির অধিক। (দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৫১ – ৫২)

৬) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থসংগ্রহের সংখ্যা জানা সম্ভব হচ্ছে। এই সব গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রয়েছে। (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭৭ – ৭৮ ও পরিশিষ্ট অংশ)

৭) জানা যাচ্ছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে রক্ষিত ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাগুলি ব্যবহার করে রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থপঞ্জি সমূহ হলো একত্রে ২৯ টি, যার মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহ যথাক্রমে ৯ ও ৪ টি। ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহ যথাক্রমে ৭ ও ২ টি। প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের বিভাগটি ব্যবহার করে গবেষণাপত্রের (অপ্রকাশিত) সংখ্যা ২ টি। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুস্তকাকৃতি সূচির সংখ্যা ৫ টি। (দেখুন পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৪৫ – ১৪৬)

৮) গবেষণার ফলে উঠে আসা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও ইংরাজি ভাষার আখ্যার সংখ্যা নিম্নরূপ –

মোট আখ্যার সংখ্যা বাংলা ভাষায় **১৬৪** টি ও ইংরাজি ভাষায় **৩৩৮৮** টি। মোট **৩৫৫২** টি। একই আখ্যার বাংলা ভাষায় ১ টি ও ইংরাজি ভাষার ১৮৩ টি একাধিক গ্রন্থদাতার সংগ্রহে রয়েছে। সুতরাং বিশেষ সংগ্রহ অনুযায়ী মোট বাংলা ভাষার গ্রন্থের আখ্যার সংখ্যা (১৬৪ + ১) = **১৬৫** টি ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থের আখ্যার সংখ্যা (৩৩৮৮ + ১৮৩) = **৩৫৭১** টি। সর্বমোট (১৬৫ + ৩৫৭১) = **৩৭৩৬** টি। গ্রন্থ সংগ্রহের নাম পাওয়া যায় নি এমন উনিশ শতকের ইংরাজি গ্রন্থ ৮৭ টি, বাংলা গ্রন্থ ৩ টি যেগুলি OR নামের সংগ্রহে পাওয়া যাবে। আবার একই আখ্যার একাধিক খণ্ড বাংলা ভাষার **১** টি ও ইংরাজি ভাষার **১০১৪** টি রয়েছে। সুতরাং একই আখ্যার একাধিক খণ্ড সহ বাংলা ভাষার মোট গ্রন্থ সংখ্যা (১৬৪ + ১) = **১৬৫** টি ও ইংরাজি ভাষার মোট গ্রন্থের সংখ্যা (৩৩৮৮ + ১০১৪) = **৪৪০২** টি। সর্বমোট (১৬৫ + ৪৪০২) = **৪৫৬৭** টি।

এই গবেষণার ফলে, এই সকল গ্রন্থের লেখকদের নাম ও তাদের লেখা গ্রন্থের বিষয়বস্তু সহজকথায় কি কি বিষয় নিয়ে লিখেছেন তা জানা সম্ভব হচ্ছে।

এবার অন্যান্য সাধারণ কিছু বিষয়ে মন্তব্য করার পালা। লক্ষ করব –

১) বার্ষিক রিপোর্ট, পরিগ্রহন খাতার সঙ্গে কম্পিউটারে ডাটবেস হওয়া আখ্যা বা গ্রন্থ সংখ্যার তারতম্যের বিষয়টি। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা যাবে দান হওয়া গ্রন্থ সংখ্যার থেকে কম্পিউটারে ডাটাবেস হওয়া গ্রন্থ কম। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের চিত্র একই রকম। এর কারণগুলি হল –

(ক) গ্রন্থগুলি আসবার পর বহুদিন ডাঁই হয়ে পড়ে থাকে। এরপর পদস্থ গ্রন্থাগারিকদের কেউ কেউ ২ টি ১ টি করে তাদের স্ব স্ব বিভাগে নিয়ে যান, পরে আর ফিরে আসে না।

(খ) বহু গ্রন্থ চুরি বা সংরক্ষণের অভাবে ছিঁড়ে, ফেটে, মুড়মুড়ে হয়ে নষ্ট হবার ফলে ও বার বার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগে স্থানান্তরিত হবার ফলে গ্রন্থসংখ্যা কম হয়।

(গ) অন্য কারণটি হল তালিকা বা পরিগ্রহন খাতায় প্রতিটি খণ্ড / গ্রন্থ আলাদা আলাদা পরিগ্রহন সংখ্যা দিয়ে লিপিবদ্ধ করতে হয়। কিন্তু কম্পিউটারে ডাটাবেস করার সময় এক একটি গ্রন্থের খণ্ড (Volume), অংশ (Part) বা স্বর্গ সংশ্লিষ্ট আখার অধীনে এনট্রি করতে হয়। ফলে ডাটাবেসে যথারীতি গ্রন্থসংখ্যা কমে যায়।

(ঘ) এছাড়াও বহু সংস্কৃত ও বিদেশী ভাষার গ্রন্থগুলি পরিগ্রহন, সূচি ও ডাটাবেস না হবার ফলে গ্রন্থসংখ্যার তারতম্য দেখা যায়।

২) বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রয়েছে এরকম গ্রন্থাগারে (যেমন, পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার ইত্যাদি) গিয়ে আমি গ্রন্থদাতাদের নাম, ফটোগ্রাফ, সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থপ্রাপ্তির ইতিহাস, দান করা গ্রন্থের সংখ্যা, কেনা হলে কার কাছ থেকে কবে কত টাকায় গ্রন্থগুলি ক্রয় করা হয়েছে বা এসংক্রান্ত কোনো ফাইল ইত্যাদি পাইনি। কারণ একটাই। এ বিষয়ে কোনো তথ্য না রাখা বা ফাইলে লিপিবদ্ধ না করে রাখা। ফলে গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দানের সংগ্রহের ইতিহাস ও চর্চ্চাটাও না হয়েগেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে জীবনী ও গ্রন্থসংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য যে ভাবে তুলে ধরা হয়েছে, গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে (দেখুন শাখা নং ৭. ৪, পৃ. ৭৭ – ৭৮ ও পরিশিষ্ট অংশ) আমার সমীক্ষায় উঠে আসা সব গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ সংগ্রহের ফাইল তৈরি করা একান্ত দরকার বলে মনে করি। প্রতিটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের এবিষয়ে যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৩) সাধারণভাবে দেখা যায় এক প্রজন্ম বই কেনে, জমায়, আর পরের প্রজন্ম তা বিক্রি করে দেয় বা কেউ কেউ দানও করে। কোনো কোনো সংগ্রাহক আবার বইগুলি গ্রন্থাগারে দান বা বিক্রি করে নিজেই গতি করে যান। গ্রন্থাগারিকদের অফিসের কাজের বাইরে অন্য একটি সামাজিক গুরু দায়িত্ব হল গ্রন্থপ্রেমীদের বা তাঁদের পরিবার, পরিজন, উত্তরসূরীদের এবিষয়ে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া। গ্রন্থগুলি কোন গ্রন্থাগারে গেলে সঠিকভাবে ব্যবহার হবে এবিষয়ে তাঁদের সাহায্য করা।

যাইহোক, বিশ্লেষিত ফলাফলগুলি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, গবেষক, পাঠক, অনুসন্ধিৎসু গ্রন্থাগারিকদের কিছুমাত্র ভাবনার উদ্রেক করবে, আগে থেকে প্রস্তুত করা ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থসূচি হাতের কাছে পেয়ে এই গ্রন্থাগারে এসে গ্রন্থগুলি সহজে দেখতে পাবেন, তাদের প্রয়োজনে লাগবে আশা করি।

অষ্টম অধ্যায়

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগের উন্নয়নের প্রস্তাব - সুপারিশ সমূহ ও উপসংহার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বিভাগে রয়েছে নানা রত্ন-মণি-মাণিক্য সম তথ্যের খনি। গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র ছাত্রীদের কাছে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন ঐতিহ্যময় মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহ তুলে ধরার লক্ষে তৎসহ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য এখনই নেওয়া প্রয়োজন কয়েক দফা কর্মসূচি যেগুলি প্রয়োজন সাপেক্ষ্য, বাস্তব সন্মত ও গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের রীতি ও নীতি সিদ্ধ। শতবর্ষ প্রাচীন অমূল্য সম্পদগুলি উপযুক্ত পরিকল্পনা, অর্থাভাব ও সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংসের মুখে পড়ছে। গ্রন্থগুলি যদিও আজ বা কাল পাওয়া সম্ভব হতো, হয়তো আজ থেকে দশ বিশ বৎসর পর সেগুলির ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না কিমবা প্রতিষেধক দিয়ে বাঁচানো বা ডিজিটাইজ করাও সম্ভব হবে না। বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে পরিষেবার মান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে ও সেই সঙ্গে গ্রন্থ পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য সামগ্রীর আয়ূ দীর্ঘজীবি হবে এই আশা করে নিম্নে কম বেশি ৩৪ দফা প্রস্তাব পেশ করা হল।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থবিভাগের উন্নয়নের জন্য সুপারিশ ও প্রস্তাবগুলিকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হল। যথা - ক) গ্রন্থ সূচিকরণের কাজ খ) গ্রন্থ সংরক্ষণের কাজ গ) পরিষেবা ও ব্যবহার

ক) গ্রন্থ সূচিকরণ সম্পর্কীত প্রস্তাব :

১) এই বিভাগের গ্রন্থগুলি খুবই সমস্যাসঙ্কুল। ভেবেচিন্তে, বিভিন্ন কোড, স্কিম, অনলাইন ক্যাটালগ, ওয়েবসাইট দেখে, বিশেষজ্ঞ সূচিকারদের পরামর্শ নিয়ে, নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে সূচিকরণের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তার উপর সদ্য পাশ করা প্রোজেক্ট কর্মীদের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ এমন একজন দক্ষ পরিশ্রমী সুপারভাইজার গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন।

২) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তথ্য আহরণের জন্য বর্তমান 'লিবসিস' সফটওয়ারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার পর ডাটাবেস ও কার্ড সূচি তৈরির কাজ সমাপ্ত করা প্রয়োজন। পরে ঐ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ডাটাবেস 'কোহা' সফটওয়ারে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সূচিকরণ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের গবেষণার কাজ সুষ্ঠুভাবে ও নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী করার জন্য ঐ বিভাগে আরও ২ টি কম্পিউটার, লিবসিস সফটওয়ারে 'মার্ক ২১' ডাটা ফরম্যাট যোগ করা, অনলাইন ডি ডি সি-র ব্যবস্থা এবং ও সি এল সি-র ওয়েব সদস্যপদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩) এই গবেষণাপত্রের অবলম্বনে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিকরণ সংহিতা, সিদ্ধান্ত সারণি (Cataloguing Dicision Table) তৈরি করা প্রয়োজন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির ফুলটেক্সট ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরির জন্য 'ডি স্পেস' সফটওয়ারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন (Modification) করা প্রয়োজন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য 'কোহা' মুক্ত সফটওয়ারের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে একটি ইন্ট্রিগ্রেটেড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার প্রণয়ন করা দরকার।

৪) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির সারসংক্ষেপ পরিষেবা (Abstracting Services) প্রদান করা দরকার। এর ফলে অনিচ্ছাকৃত বা অসাবধানতায় ব্যবহারজনিত ক্ষতির (Mishandle) হাত থেকে গ্রন্থগুলি বাঁচানো সম্ভব হবে।

৫) এতদিন ধরে তৈরি হওয়া প্রায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার গ্রন্থের অন্তত ৪–৫ টি করে অতিরিক্ত সংলেখ (সর্বমোট প্রায় ৫০ – ৬০ হাজার) কার্ডের কম্পিউটার প্রিন্টিং ও ফাইলিং-এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬) ফরাসী, জার্মান, সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থগুলি সূচিকরণ করা ও গবেষকদের কাছে তুলে ধরার জন্য ঐ সমস্ত ভাষাভিজ্ঞ কর্মীবন্ধু প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৭) যে সমস্ত সংগ্রহের কম্পিউটার ডাটাবেস হয়ে গেছে সেগুলির সংগ্রহ ধরে ধরে মুদ্রিত সূচি প্রকাশ করা দরকার। দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার সূচি তৈরি করা, বাংলা ভাষার পত্রিকার রচনাগুলির কম্পিটার ডাটাবেস তৈরি করে আর্টিকেল পরিষেবা দেওয়া। বাঁধাই পত্রিকা বিভাগে (Bound Journal) পড়ে থাকা হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কাশিমবাজার রাজ, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সহ অন্যান্য গ্রন্থদাতার দান করা দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাগুলি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগে এনে কার্ড সূচি ও ডাটাবেস করা প্রয়োজন।

খ) সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রস্তাব :

১) কাজের লক্ষ মাত্রা স্থির করে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলিকে নির্বাচিত করে ঐ বিভাগের মধ্যেই ডিজিটাইজ করা প্রয়োজন।

২) আমরা সকলেই জানি ধুলো বইয়ের প্রধান শত্রু। এই বিভাগটি, বইপত্র, আসবাবপত্রগুলি ধূলায় ভরপুর, বিশেষকরে র‍্যাকগুলির নিচের দুটি করে তাক। প্রিভেন্টিভ সংরক্ষণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে প্রথমেই গ্রন্থ ও অন্যান্য সামগ্রীগুলিকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এর সাহায্যে নিপুণ হাতে ধূলিমুক্ত করা প্রয়োজন। বেশিরভাগ বইপত্রই গ্রন্থকীটে দীর্ণ। এখনো পোকায় কাটছে, গ্রন্থ খুললে পৃষ্ঠায় গুঁড়ো ও নতুন নতুন পোকায় কাটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। কারণ সিলভারফিসের মতো গ্রন্থকীটেরা পৃষ্ঠায় ও বাঁধাইয়ের আঠা আর সেলুলোজ খায়। কখনো কখনো ভাম বিড়াল এসে বিভাগ নোংরা করছে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছত্রাকের (Fungus) আক্রমণ হচ্ছে, ফক্সিন দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও কর্তৃপক্ষকে রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যদিকে আউটসোর্সিং কোম্পানী কত মাত্রায়, কি ধরণের পেস্টিসাইড দিচ্ছে তা জানা যায় না। নিদৃষ্ট মাত্রায় প্রতিষেধক দেওয়া, নিয়মিত ধুপীকরণ (Fumigation) করা, পৃষ্ঠা অম্লমুক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে কীটমুক্ত করা আশু কর্তব্য।

৩) ধূলিমুক্তকরণের জন্য গ্যাঙ্গওয়ে, ঐ বিভাগে চলার পথ, টেকনিক্যাল প্রসেসিং বিভাগের মধ্যে ভিনাইল মাদুর (Mat) বিছানো প্রয়োজন। খুব দামী, অতিমাত্রায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি ব্রোকেন অর্ডারে কাঁচের আলমারির মধ্যে রাখা প্রয়োজন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সনাক্তকরণের জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞ, বিদগ্ধ গ্রন্থপ্রেমী শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন করা দরকার।

৪) অধিকাংশ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পাতা খোলা, সেলাইকাটা, ভাঙা বাঁধাই ইত্যাদি। পাতা মুড়মুড়ে হয়ে অম্ল হয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু গ্রন্থ প্রাথমিকভাবে দড়ির দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। অবিলম্বে বিশেষ পদ্ধতিতে আর্কাইভাল বাঁধাই করা প্রয়োজন। এই ধরণের বাধাঁইয়ের পূর্বে বইয়ের পাতাগুলি অম্লমুক্তকরণ (De-acidification) করা, বিদেশী টিস্যু ল্যামিনেশন ও কোনো কোনো বইয়ের ক্ষেত্রে এনক্যাপসুলেশন, কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইত্যদির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা দরকার। বাঁধাই বিভাগ অবিলম্বে চালু করা প্রয়োজন।

৫) এই ধরণের বাঁধাইয়ের পূর্বে দুর্মূল্য বইগুলিকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহশালা (Archive) তৈরি করা প্রয়োজন।

৬) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Air Condition) ঠিকমত চালানো হয় না। ফলে ঐ বিভাগে তাপ ও

আদ্রর্তা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হয় না। ফ্লুরোসেন্ট আলোর নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হয় না। এই বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লক্ষ দেওয়া উচিৎ।

৭) আগুনের হাত থেকে গ্রন্থগুলিকে বাঁচানোর জন্য এই বিভাগে যথাযথ অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা নেই। আগুন লাগলে বিপদসঙ্কেত ঘন্টির ব্যবস্থা নেই। অগ্নি নির্বাপনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কার্বন-ডাই অক্সাইড ও ফোম সিলিণ্ডারের ফায়ার এক্সটিঙ্গুইসার প্রতিস্থাপন করা এবং মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পুনরায় রিফিল করার ব্যবস্থা করা দরকার। অপরপক্ষে এই বিভাগে প্রবেশ ও বাহিরের কেবলমাত্র একটি দরজা আছে। বহির্গমনের জন্য আরো একটি দরজা সবসময় তালা বন্ধ থাকে। একবার বিপদ আসলে মূল্যবান সম্পদ সামগ্রী সেই সঙ্গে কর্মী, পাঠক ব্যবহারকারীর কি অবস্থা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিপদকালীন সময়ে ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলিকে আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বহির্গমনের দরজা সুনিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।

৮) গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য ল্যাবরেটরি যে উদ্দেশ্যে ঐ বিভাগে তৈরি হয়েছিল তা বর্তমানে পরিতক্ত অবস্থায় বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। অবিলম্বে সংরক্ষণ ল্যাবরেটরি খোলার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৯) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ চুরি, পাতা কাটা, অনিচ্ছাকৃত বা অসাবধানতায় (Mishandling) ব্যবহারে পাতা ছিঁড়ে নষ্ট, ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা, বিনা অনুমতিতে পাতার পর পাতা কপি করা, কুম্ভিলতাবৃত্তি ঠেকানো ও যেকোনো ধরণের অসাধু নীতিবোধবিরহিত (unethical) কাজ বন্ধ করার জন্য অবশ্যই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করা দরকার। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য গবেষক, পাঠকদের জন্য ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি ও শর্ত (Do's and Don'ts) প্রণয়ন করে প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন।

গ) পরিষেবা ও ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাব :

১) সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক কাজের লক্ষমাত্রা স্থির করে করে যত শিঘ্র সম্ভব প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা। গ্রন্থসংগ্রহগুলির র‍্যাকগুলিতে পরিচয়জ্ঞাপক বোর্ড লাগানো ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কোথায়, কিভাবে ও কি কি সংগ্রহ রয়েছে সেসবের নির্দেশিকা, 'কি প্ল্যান' বা নক্সা তুলে ধরা প্রয়োজন। বিভাগটির নামকরণ করা উচিৎ 'প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগ' বা 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগ'।

২) কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারে পড়ে থাকা অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র ও পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগে এনে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে কি কি দানের গ্রন্থ সংগ্রহ রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগের গ্রন্থসংগ্রহ নীতি ঠিক করা প্রয়োজন। যথা – অষ্টাদশ, ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ কিভাবে কোথায় রাখা হবে ? অন্যান্য দান করা সাধারণ গ্রন্থসংগ্রহ এই বিভাগে রাখা হবে কি না ইত্যাদি।

৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো বার্ষিক রিপোর্ট, নিউজ লেটার, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট, ক্যালেন্ডার, যেখানে গ্রন্থ দানের খবর প্রকাশিত হয়েছে, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুরোনো পরিগ্রহণ খাতা বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা দরকার। প্রয়োজনে প্রতিলিপি বা স্ক্যান করে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কারণ ঐ সমস্ত খাতায় রয়েছে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সংগ্রহ করার প্রাথমিক ইতিকথা।

৪) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থপ্রেমী দাতাদের জীবনী ও গ্রন্থসংগ্রহ আসার কোনো আনুপূর্বিক ইতিহাস জানা নেই। এই গবেষণাপত্রের অবলম্বনে সুধীন্দ্রনাথ ও রাজেশ্বরী দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব কুমার চন্দ, কাশিমবাজার রাজবাড়ীর মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ গ্রন্থদাতাদের

সংক্ষিপ্ত জীবনী, সংগ্রহের বর্ণনা, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আনার ইতিহাস ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে বা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা দরকার। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের লেখা ডাইরি, কবিতা ও তাঁকে লেখা শতাধিক চিঠিপত্রের তালিকাকরণ করে মুদ্রিতাকারে গ্রন্থ প্রকাশ করা দরকার। সর্বোপরি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ৫০ বছরের ইতিহাস রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা দরকার।

৫) গ্রন্থসংগ্রহ দাতাদের জীবন ও রচনাপঞ্জি নিয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ, পত্র পত্রিকায় রচনা, ওয়েবসাইটের তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ হয়েছে বা হচ্ছে সে সব নথিপত্র দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগে এনে সংরক্ষণ করা দরকার, প্রয়োজনে স্ক্যান করে ডিজিটাল সংরক্ষণ করা দরকার।

৬) উদ্যোগ নেওয়া দরকার পঃ বঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থপ্রেমীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এই বিভাগে এনে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা।

৭) প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগের মধ্যে যে জেরক্স পরিষেবা চালু ছিল তা পুনরায় চালু করা দরকার। গবেষক, শিক্ষক, ব্যবহারকারীদের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা, স্ক্যানিং, ডিজিটাল ক্যামেরার মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠার ফটো তোলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৮) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ, প্রকৃতি তুলে ধরা ও সেই সঙ্গে নিয়মিত আধুনিক (Update) তথ্য প্রদান করা দরকার। সম্ভব হলে বিদেশের বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থাগারের মত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ওয়েবসাইট তৈরি করে তথ্য পরিষেবা দেওয়া প্রয়োজন।

৯) এই গবেষণার মাধ্যমে ও বহিরাগত ব্যবহারকারীদের চাহিদা ও দাবী থেকে জানা যাচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বেশ ভাল মাত্রায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রয়েছে। এই সকল গ্রন্থের ব্যবহার ও গবেষকদের চাহিদা পূরণে বিভাগটি শনি ও রবিবার খোলার ব্যবস্থা করা দরকার।

১০) রেজিস্টার খাতায় প্রত্যেক ব্যবহারকারীদের পূর্নাঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এছাড়া তাঁরা কি কি বিষয়ে গবেষণা করছেন তা নির্দিষ্টভাবে ও পরিস্কার করে লেখানো দরকার।

১১) এই বিভাগের মধ্যেই বিভিন্ন জয়ন্তীতে বা গ্রন্থদাতাদের জন্ম বা মৃত্যু দিনে নিয়মিত অতি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যেক গ্রন্থে গ্রন্থদাতাদের নামের স্ট্যাম্প মারা প্রয়োজন।

১২) এই বিভাগটিকে প্রচারের আলোয় আনার ব্যবস্থা করা দরকার। বিভাগে প্রবেশের মুখে, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সন্মুখে ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় বোর্ড লাগানো তৎসহ বৈদ্যুতিন ও গনমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

১৩) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগে আরো ১ জন রেকর্ড সাপ্লায়ার, ১ জন সটার ও ১ জন পিওন নিয়োগ করা যাতে সুষ্টুভাবে গ্রন্থ সূচিকরণ ও মঞ্চ সাজানোর কাজ করা যায়, সেইসঙ্গে গ্রন্থ সংরক্ষণ ও পরিষেবা প্রদানের কাজ করা যায়।

১৪) এই বিভাগে পড়ে থাকা দুষ্প্রাপ্য নয় এমন সাধারণ ও টেক্সট বইগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অন্যত্র পাঠানো দরকার।

১৫) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সহ প্রতিটি বিভাগীয় গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের নিরীক্ষা (বই অডিট), দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের স্টক ভেরিফিকেশন করা ও দান করা গ্রন্থসংগ্রহগুলির বিজ্ঞান সম্মত সংক্ষিপ্ত সংকেত চিহ্ন (Code) ঠিক করা প্রয়োজন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগ ছাড়া সার্বিকভাবে অন্যান্য কিছু প্রস্তাব হল –

১) বাংলা বই প্রকাশনার মান বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। ভাল অ্যাসিড মুক্ত পৃষ্ঠা, নির্ভুল বানান, প্রচ্ছদ, মলাট, অলঙ্করণ ও বাঁধাই যেন মনকাড়া হয়। তবেই গড়ে উঠবে আঞ্চলিক ভাষার মনকাড়া গ্রন্থের বাজার। এছাড়া -

২) প্রতিটি বাংলা গ্রন্থ যেন আই এস বি ডি মেনে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি প্রকাশিত গ্রন্থে যেন আই এস বি এন ও গ্রন্থের বিপরীত আখ্যা পৃষ্ঠায় ক্যাটালগিং ইন পাবলিকেশনের (C I P) তথ্য থাকে। এই সমস্ত কাজের জন্য ও নীতি প্রণয়নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (BLA), ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন অফ স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারস (IASLIC), রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন (RRRLF), বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদের পরামর্শ, পঃ বঃ বুক সেলার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স গিল্ড ও বিখ্যাত মুদ্রণ সংস্থাগুলির যৌথ ভুমিকা থাকা প্রয়োজন।

৩) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ, শতবর্ষ প্রাচীন সাধারণ গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থসংগ্রহ, বিভিন্ন চার্চ (ক্যাথলিক, আর্মেনিয়ান), মাজার, মক্তব, মসজিদ ও সংস্কৃত টোল ও পণ্ডিতদের চতুষ্পাঠী, বৌদ্ধ মনাস্ট্রি, প্যাগোডাতে সংরক্ষিত ইংরাজী, জার্মান, ইতালীয়, ফরাসী, উর্দু, সংস্কৃত, তিব্বতীয় প্রাচ্যভাষার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির সূচি প্রকাশ করা ও সংরক্ষণ করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

• উপসংহার

শুকনো তত্ত্ব কথায় নয় কিংবা কেবলমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থবিভাগের উন্নতির জন্য পথ খোঁজা নয়, সমগ্র গবেষণাসন্দর্ভটি প্রস্তুত করা হয়েছে সমাজকল্যানমূলক কাজে। দিশা দেখানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থপ্রেমীদের গৃহকোনে পড়ে থাকা দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সদ্গতির। গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থপ্রেমী ও গবেষকদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ও পরামর্শে ঐসব গ্রন্থ তার নিজস্ব জায়গা করে নেবে জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সহ অন্যান্য গ্রন্থাগারে যেখানে গ্রন্থগুলির প্রকৃত যত্ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার হবে।

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে পূবের ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক দুষ্প্রাপ্য সম্পদ রক্ষা করছে পশ্চিমের দেশগুলি। তারা অর্থবরাদ্ধ করে, ঐসব গ্রন্থাদি ঘেঁটে গবেষণার উপাদান বার করে, ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে আরও বেশি করে ব্যবহারের রাস্তা করে দিচ্ছে। যেমন বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরির এন্‌ডেন্‌জার্ড আর্কাইভ প্রোজেক্টের মাধ্যমে বহু ভারতীয় ভাষার গ্রন্থের সংরক্ষণের কাজ চলছে। ইউ জি সি মেজর ও মাইনর রিসার্চ প্রোজেক্ট, ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (MHRD), সোসাইটি ফর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজি রিসার্চ (NLTR) প্রভৃতি ফাণ্ডিং এজেন্সি সর্বোপরি পঃ বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব ফাণ্ড ও উদ্যোগে মূল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির প্রথাগত ও ডিজিটাল সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যবহার ও এর উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে হবে।

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থপ্রেমীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান, আমাদের কর্মের প্রভাতবানী হওয়া উচিত, যা কিছু পুরোনো মূল্যবান, যা দেখে আমরা নষ্ট্রালজিক হয়ে পড়ি, যেগুলিতে কোনো না কোনো মানুষের আবেগ অনুভূতি জড়িয়ে আছে, তিলে তিলে জমানো সেইসব সম্পদ যা হয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী, যেগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য বহু খোঁজ করেও দেখা মেলা শক্ত, সেইসব বই, পত্রপত্রিকা, চিঠিপত্র, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নথি সেগুলি অতি যত্নে বাঁচিয়ে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী, কেবলমাত্র আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেখানোর জন্যই নয়, দরকার আমাদের ঐতিহ্য উত্তরাধিকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কারণ ঐসব জিনিসের মধ্য দিয়ে আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে পারি আমাদের পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিকে, সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে ঐসব বস্তু, যেগুলি আমাদের জীবনে চলার পথে শক্তি যোগায় আর ভাবতে শেখায় সঠিক পথে চলার।